নেক সন্তান গড়বেন যেভাবে

শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

ওয়াফি পাবলিকেশন

ভূমিকা

কোনো শিশুই জন্মগত-ভাবে ধার্মিক হয়ে জন্মায় না। বাবা-মা নামাজী হলেই বলা যায় না, তাদের সন্তানও নামাজী হবেন। সন্তানরা হয় কাদামাটির মতো। কাদামাটির স্বভাব হচ্ছে, এটা নরম থাকাবস্থায় যেমন খুশি আকার দেওয়া যায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বাতাস, রোদ ইত্যাদির সংস্পর্শে সেটা এতই শক্ত হয়ে যায় যে, তখন চাইলেও তাকে ভিন্ন কোনো আকার দেওয়া যায় না। উল্টো জোর করে কোনো আকার দিতে চাইলে সেটা ভেঙ্গে যায়।

ইসলাম বলে, শিশুরা জন্মায় ফিতরাতের ওপর। সত্য গ্রহণের জন্য একটি নিষ্কলুষ হৃদয় নিয়ে ওরা জন্মায়। যেটা কিনা আবার বড় হতে হতে কলুষিত হয়ে যায় কলুষিত মানুষদের সংস্পর্শে এসে। তাই ছোটবেলার সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে আপনি আপনার সন্তানকে যেভাবে তরবিয়ত করবেন, তার জীবনের বড় একটা অংশই সেদিকে মোড় নেবে।

আমরা সবাই চাই আমাদের সন্তান নেককার হোক। নিজেরা অবহেলা, গাফলতির কারণে খুব একটা নেককার না হতে পারলেও কম বেশি সবাই স্বপ্ন দেখি একটি পরহেজগার সন্তানের। আর ইসলাম এক্ষেত্রে সাজিয়ে দিয়েছে বেশ কিছু কর্মসূচি। কুরআন হাদীসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নেক সন্তান গড়ার পাথেয়। কীভাবে সন্তানদের তরবিয়ত করলে ইনশাআল্লাহ তারা নেককার হবে, আবার তরবিয়তের কী কী ভুলের কারণে সন্তানরা বদকার হয়ে যায়—এ নিয়েও যুগে যুগে অনেক কথা ইসলামের মহান মনিষীরা বলে গেছেন।

কুরআন-হাদীস এবং পূর্বসূরিদের সেসব দিকনির্দেশনার একটি সংক্ষিপ্ত গাইডবুক ‘নেক সন্তান গড়বেন যেভাবে’।

সূচিপত্র

তরবিয়তের পরিচয় ৭

তরবিয়ত মানে 'মানুষ' গড়া ৭
তরবিয়তের পরিধি ৭
নয়ন জুড়াবে মোদের ৮
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৮
সন্তান তরবিয়তের মূল্য ৯
অধীনস্থের তরবিয়ত জীবনের অন্যতম অংশ ৯
তরবিয়ত একটি স্থায়ী দায়িত্ব ৯
তাঁরা করেছে মোদের প্রতিপালন ১০
সে হবে তোমার উত্তম সহযোগী ১০
পর্যবেক্ষণ এবং কাজের মাঝে সমন্বয় করুন ১১
কল্যাণময় শিক্ষাদানই সর্বোত্তম অনুগ্রহ ১১
আজকের সন্তান আগামীর ভবিষ্যৎ ১১

তরবিয়তের নানা দিক ১২

লক্ষ্য স্থির করা ১২
লক্ষ্য সুস্পষ্ট হওয়া ১২
সতর্কবাণী ১৩
আকীদা বিশুদ্ধ থাকা ১৩
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া ১৩
বঞ্চিত করবেন না কুরআন থেকে ১৪
শাইখাইনের ভালোবাসা ১৪
দশে পৌঁছলে বিছানা আলাদা করে দিন ১৫
সন্তানদের জন্য হেফাযতের দুআ করুন ১৫
পড়াশোনায় মনোযোগী করে গড়ে তুলুন ১৬
বাচ্চাদের মাঝে সাহসিকতার বীজ বপন করুন ১৬
তাদের অন্তরে ভীতির চারা রোপণ করা থেকে বিরত থাকুন ১৭
সকল কল্যাণের মালিক একমাত্র আল্লাহ ১৭
বরকতময় সময়ের প্রতি তাদের যত্নবান করুন ১৭
আযকারের প্রতি যত্নবান হোন ১৮
ছোট থাকতেই সন্তানের চরিত্র গঠনে মনোযোগী হোন ১৯
সন্তানকে আরবী শেখান ১৯
সন্তানকে বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত করুন ১৯

তারা যেন হয় ওয়াদা পূরণে অভ্যস্ত ২০
পিতাপুত্রের সংলাপ ২০
সম্পদের প্রতি তাদের দীক্ষা ২১
সন্তানের খরচ ২২
সন্তোনের সহপাঠী ছেলেদের বন্ধুদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে? ২২
কাজের পূর্বেই আদব শিক্ষা দেওয়া ২২
সুযোগের সদ্ব্যবহার করা ২৩
খাবারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ২৩

দীক্ষা-বিষয়ক কিছু নীতিমালা ২৪

প্রিয় অভিভাবক, সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হোন ২৪
সন্তানের জন্য দুআ করা ২৪
দীক্ষাদানে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র ২৫
হতে পারে এখনই দুআ কবুলের সময় ২৫
নেককার-বুযুর্গদের সোহবতে নিয়ে যাওয়া ২৬
সন্তানকে ভালো পরিবেশে রাখুন ২৬
ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা ২৭
সন্তানের উপযোগী উপকরণ গ্রহণ করুন ২৭
তারা একদিন হবে জাতির কর্ণধার ২৮
ক্ষুদ্র বিষয়কে উপদেশের মাধ্যম বানাতে শিখুন ২৮
সন্তানের সাথে আলোচনা করুন ২৯
তাদের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করুন ২৯
গল্প শোনান ৩০
বড়দের জীবনী পড়তে দিন ৩০
নবীদের ঘটনা পড়ার ব্যবস্থা করুন ৩০
‘আসহাবে কাহফ’ এর ঘটনা শোনান ৩১
তোমার নাম কী? ৩১
ঘুমের আগে ছোট্ট একটা গল্প হয়ে যাক ৩১
শিশুদের গল্প শোনানোর উপকারিতা ৩১
শিশুদের যে সকল গল্প শোনানো থেকে বিরত থাকা উচিত ৩২
অন্তঃসারশূন্য চেতানায় অন্যকে উজ্জীবিত করা যায় না ৩২
স্নেহের সুরে ডাকুন ৩২
বলুন: আমি তোমায় ভালোবাসি ৩২
তাকে কাজের সুযোগ দিন ৩৩
আরামপ্রিয় বানাবেন না ৩৪
তাদের সামনে মুনাসিব বিকল্প পেশ করুন ৩৪

প্রথম অনুভূতি ৩৪
স্বভাবজাত লজ্জা ৩৫
নতুনত্ব প্রয়োজন ৩৫
প্রকাশভঙ্গিতে প্রয়োজন বৈচিত্র্য ৩৫
হাতে হাত ধরে চলুন ৩৬
তাকে সুরক্ষিত রাখুন ৩৬
তার প্রশংসা করুন ৩৭
হিম্মত জোগাতে থাকুন ৩৭
তার সংকোচ দূর করুন ৩৭
ময়দানে আপনি একা নন ৩৮
ইতিবাচক কথা বলুন ৩৮
কথার মাধ্যমে জাদু করুন ৩৮

পুরস্কার ও শাস্তি ৩৯

মাঝেমধ্যে পুরস্কার দেওয়া ৩৯
সুন্দর প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রিত প্রশংসা করতে হয় ৩৯
অগ্রগামীকে শাবাশি দিন ৩৯
বিজয়ীকে সম্মাননা দিন ৪০
বাচ্চাদের কেন্দ্র করে বিশেষ ভোজের আয়োজন করুন ৪০
তারা যেন ভালো কাজে হয় উৎসাহী ৪১
সেরা হতে উৎসাহ দিন ৪১
ইতিবাচক কাজে নিয়ন্ত্রিত প্রশংসা করুন ৪১
আদব শিক্ষা দিতে ভিন্ন আরেকটি আদবের প্রতি লক্ষ রাখুন ৪২
অপরাধীকে ইঙ্গিতেও সতর্ক করা যায় ৪২
তবে...! ৪৩
স্বীয় পুত্র অপরাধ করলে কেমন আচরণ করতে হবে? ৪৩
অপরাধীর সাথে ব্যবহার কেমন হবে? ৪৪
করণীয়: ৪৪
যাও, পুনরায় নামায পড়ো ৪৫
মাঝেমধ্যে তাদের এড়িয়ে চলুন ৪৫
অপরাধীর জন্য দুআ করা ৪৬
কিছু উপকরণ সংরক্ষণ করুন ৪৬
চেহারায় আঘাত করবেন না ৪৬
শাস্তি কেন? ৪৭
শাস্তি প্রদানে শরয়ী নীতিমালার প্রতি লক্ষ রাখুন ৪৭
ভারসাম্য বজায় রাখুন ৪৭
পদস্খলনের কথা বার বার বলা থেকে বিরত থাকুন ৪৭

তরবিয়তের পরিচয়

তরবিয়ত মানে 'মানুষ' গড়া

তরবিয়ত মূলত আরবী শব্দ—যার অর্থ সভ্যতা-ভব্যতা ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া। সুপ্ত প্রতিভার পরিচর্যা করে সুকুমারবৃত্তি বিকশিত করা। উত্তম শিষ্টাচারে দীক্ষিত করে অধীনস্থকে প্রকৃত মানবরূপে গড়ে তোলা।

অতএব 'তরবিয়ত' অন্তরে লালিত কোনো চিন্তা-চেতনা নয়। মুখে আওড়ানো কোনো প্রবাদ-প্রবচন নয়। আবার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বৈজ্ঞানিক মতবাদও নয়; বরং তরবিয়ত হলো মানবজীবনকে পরিশীলিত করা। মানুষকে প্রকৃতার্থে মানবরূপে গড়ে তোলা। তার ভেতরকার সুকুমারবৃত্তি বিকশিত করা। তার কাঁচা যোগ্যতা পরিপক্ক করা। আচার-ব্যবহার, চাল-চলন পর্যবেক্ষণ করা—যাতে সে পূর্ণতার চূড়ান্ত সীমায় উন্নীত হয়ে প্রকৃত মানুষ হতে পারে। এক কথায় তরবিয়ত মানে 'মানুষ' গড়া।

তরবিয়তের পরিধি

তরবিয়তের পরিমণ্ডল বড় প্রশস্ত। জীবনের প্রতিটি আঁকেবাঁকে এর বিস্তৃতি। প্রতিটি উত্থান-পতনে এর ব্যাপ্তি। ফলে এ ব্যাপারে ভালোভাবে ওয়াকেফহাল হতে গেলে প্রচুর সময় দিতে হয়। করতে হয় পর্যাপ্ত মেহনত। দীক্ষাদানে লিপ্ত মুরব্বি বিষয়গুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করতে না পারলে মেহনতের ফলাফল ইতিবাচক হয় না। একই বিষয় সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া যায় না। কারণ, কারও ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত উপযোগী হলেও অন্যের জন্য তা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আশানুরূপ ফলাফল না পেয়ে হতাশা জেঁকে বসে প্রায়শই। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকা, পিতামাতা, দাদাদাদি, নানানানিসহ সর্বস্তরের অভিভাবকদের গুরুদায়িত্ব হলো তরবিয়তের শাখা-প্রশাখা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন করা।

নয়ন জুড়াবে মোদের

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

যারা দুআ করে, হে আমাদের প্রতিপালক,
আমাদের জন্য স্ত্রী-সন্তানদের থেকে চক্ষুর শীতলতা দান করুন।
(আল-ফুরকান: ৭৪)

হাসান বসরী রহ. বলেন, "আল্লাহর কসম কোনো মুসলিমের চক্ষু অধিক শীতল হয়, যখন সে দেখতে পায় তার সন্তান, নাতি-নাতনি, ভাই-বন্ধু আল্লাহর ইবাদতে মশগুল। দ্বীনের প্রতি অনুরাগী ও ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী।" (ইবনে কাসীর)

তারা হবে নেকীর কাজে সহযোগী

সন্তান কিংবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উত্তমভাবে প্রতিপালন করলে, তাদের সুকুমারবৃত্তি বিকশিত করলে, আর উন্নত দীনদারীর দীক্ষা দিলে অভিভাবক নানা সুফল ভোগ করে। সন্তানের নেক দীক্ষার অন্যতম সুফল হলো তারা পিতামাতার দীনদারীতে সহায়ক হয়।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. খিলাফতের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করছেন। একদিন দুপুরে একটুখানি বিশ্রাম নিতে বিছানায় পিঠ রেখেছেন। ইত্যবসরে স্নেহের পুত্র আব্দুল মালিক এসে বলল, "আপনি বিশ্রাম নিচ্ছেন! অথচ মাজলুম ও বঞ্চিতদের প্রাপ্য অধিকার এখনো ফিরিয়ে দিতে পারেননি!"

এ কথা শ্রবণ করে আমীরুল মুমিনীন বললেন, "প্রিয় বৎস, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করতে সারাটা রাত জাগ্রত ছিলাম। তাই এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। যোহরের নামায পড়ে জুলুমের মালগুলো প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেব ইনশাআল্লাহ।"

ছেলে প্রত্যুত্তরে বলল, "আব্বু, যোহর পর্যন্ত বেঁচে থাকার কোনো নিশ্চয়তা আছে আপনার?"

এ কথা শুনে ছেলেকে তিনি জড়িয়ে ধরলেন। ললাটে চুমে খেলেন। শুকরিয়া আদায় করে বললেন, "আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমার ঔরস্যে এমন সন্তান দান করেছেন, যে আমাকে দ্বীনের কাজে সহযোগিতা করে।" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া)